আ. তিমোফিয়েভস্কি

বোগোরদস্ক গ্রামের কাঠের পুতুল
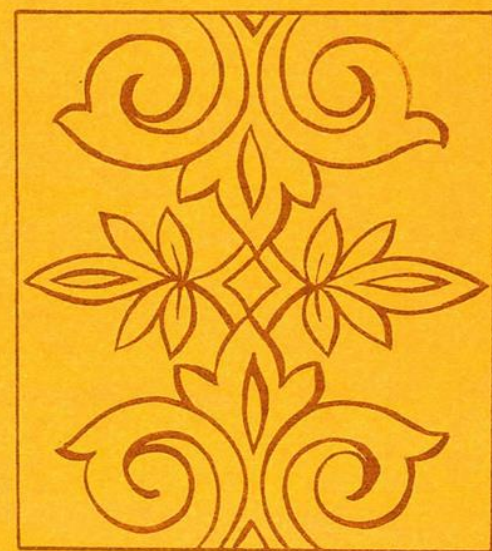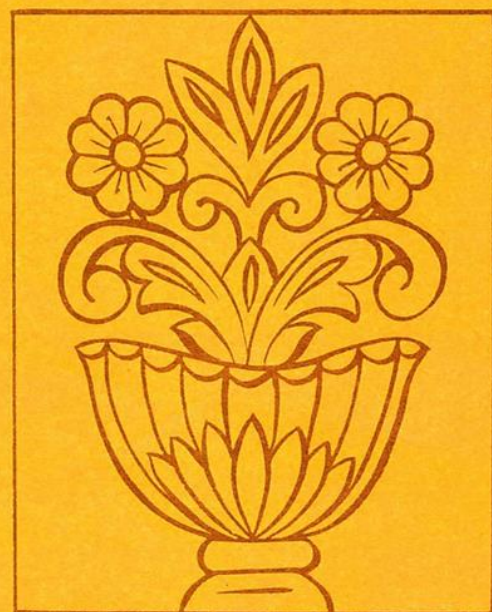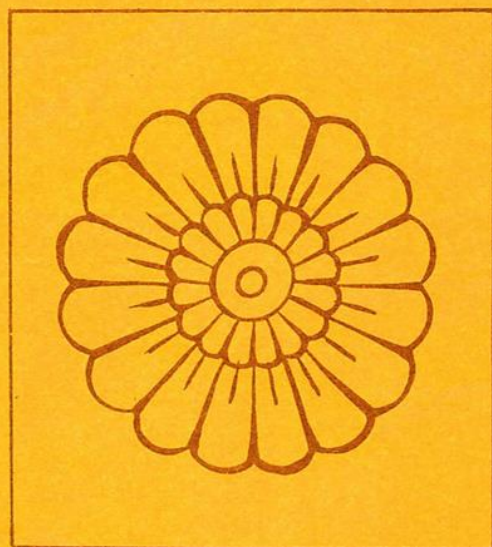
অনেক অনেক দিন আগের কথা। বোধহয় দুশো বছর হবে, কিংবা আরো বেশিও হতে পারে। গল্পটা তখনকার বোগোরদস্কাইয়ে গ্রামকে নিয়ে। গ্রামটি মস্কোর কাছাকাছি।

রাশিয়ার শীতের রাতগুলো বড্ড লম্বা। সূর্য ডুবে যায় আর খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায় বাইরে। শীতের সন্ধ্যেগুলো কৃষকের কুটিরের ভেতর গুটিসুটি মারা ছেলেমেয়েদের জন্য বড্ড একঘেয়ে। একদিন এক কৃষাণী মায়ের মনে হল যে তার ছেলেপুলেদের মজার কিছু একটা বানিয়ে দিতে পারলে কেমন হয়, তাতে ওরা একটু আনন্দ পেতে পারে। কিনে দেবে যে কিছু একটা ওই উপায় নেই, মায়ের কাছে বাড়তি পয়সা নেই মোটেও। তাই মা ভাবতে বসল কী করা যায়।

মা ভাবলে, যদি সে খড়ের পুতুল বানিয়ে দেয় তবে তা একদিনেই ছেলেপুলেরা ছিঁড়ে ফেলবে খেলতে খেলতে। যদি মা কাদামাটি দিয়ে পুতুল বানিয়ে দেয় তবে তা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে আর ফেটে যাবে। তাই মা ভেবেচিন্তে চুল্লির পেছন থেকে কুড়িয়ে নিলে একখানা কাঠের টুকরো। তারপর কুড়ুল দিয়ে ফেঁড়ে আর ছুরি দিয়ে চেঁছে বানাল এক পুতুল। ছেলেপুলেরা পুতুল পেয়ে তো বেদম খুশি। খেলতে খেলতে ওরা এমনকি আদরের পুতুলটি নিয়ে ঘুমোতেও গেল বিছানায়। তারা পুতুলটিকে নিয়ে একটা গানও গাইল, আউ আউ আউ। কাঠের পুতুলের নাম ছেলেপুলেরা রাখল আউকা। তারপর একদিন ওরা বড় হয়ে গেল, ওরা আউকার কথা ভুলে গেল। আউকা পড়ে রইল ঘরের কোণে।

একদিন মা যাচ্ছিল বাজারে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আউকার দিকে। ভাবলে সে আউকাকে হাটে নিয়ে যাই না কেন? কেউ কিনে নিতে পারে এই পুরনো কাঠের পুতুলটা। তাই সে হাটে নিয়ে গিয়ে পুতুলটা বেচে দিলো।

এরপর একদিন একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল গ্রামে। গাড়ির ভেতর থেকে একটি লোক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল সবাইকে, ওহে ভালোমানুষেরা, কাঠের পুতুলটা তোমাদের মধ্যে বাজারে কে বিক্রি করেছিল বলো দেখি?

আমি বেচেছি পুতুলটা, বলল সেই কৃষাণী মা। কেন জিজ্ঞেস করছ বাছা?

তুমি কি আরো অনেক পুতুল বানাতে পারবে? আমি এসে তোমার কাছ থেকে সব কিনে নিয়ে যাব।

তুমি তাহলে হপ্তার শেষে একবার এসো বাছা, আমি বানিয়ে রেখে দেবো।
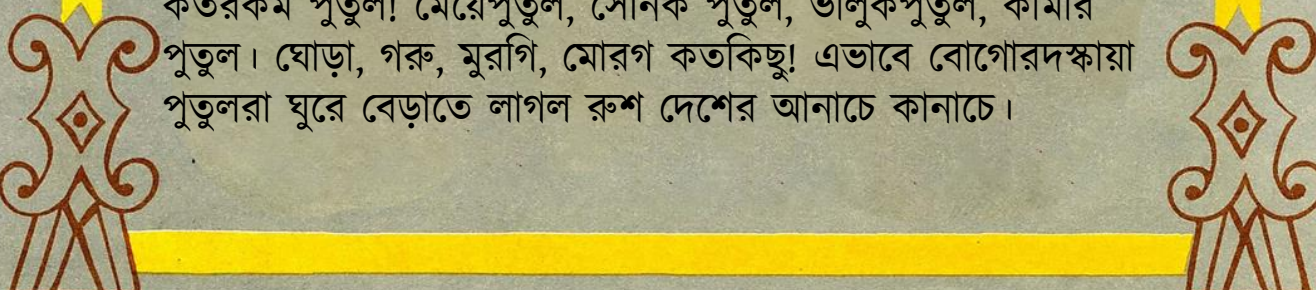
কৃষাণী এরপর অনেকগুলো পুতুল বানালো। গ্রামের লোকেদের সে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগল তার আনন্দের কথা। ভাগ্যি খুলে গেছে তার। গাঁয়ের লোকেরা তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল, কেমন করে কৃষাণী এটা বানায়, কেমন করে তারাও এটা বানাতে পারে ইত্যাদি। কৃষাণী সবাইকে শিখিয়ে দিলো কেমন করে কাঠের পুতুল বানাতে হয়। তারপর গ্রামের সবাই সেই সওদাগরকে পুতুল বানিয়ে বেচতে শুরু করল। সওদাগর গ্রাম থেকে পুতুল কিনে নিয়ে গিয়ে সেসব বিক্রি করতে শুরু করল ঘুরে ঘুরে সব হাট, বাজার আর মেলায়। কতরকম পুতুল! মেয়েপুতুল, সৈনিক পুতুল, ভালুকপুতুল, কামার পুতুল। ঘোড়া, গরু, মুরগি, মোরগ কতকিছু! এভাবে বোগোরদস্কায়া পুতুলরা ঘুরে বেড়াতে লাগল রুশ দেশের আনাচে কানাচে।

সময় বয়ে চলল...

বোগোরদস্কাইয়ে গ্রামের শিল্পীরা তারপর এমন সব খেলনা বানাতে শুরু করল যারা একটু একটু নড়াচড়াও করতে পারে। খেলনার ভেতর লুকিয়ে রাখা নির্দিষ্ট দুটো কাঠের টুকরো শিশুরা টেনে বের করলেই খেলনাগুলো যেন প্রাণ পায় আর নড়াচড়া শুরু করে, এমনভাবে বানানো হল সেসব।
ঠক ঠক ঠক... শোনা যায় কাঠ খোদাইয়ের শব্দ। শিল্পীরা কাঠ খুদে চলেছে। তারা বানাচ্ছে নতুন নতুন সব খেলনা। তৈরি হয়েছে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অটল সেপাইয়ের দল, কুচকাওয়াজ করবে তারা। তারপর ধরো আমরা দেখছি এক ঝাঁক মুরগি দাঁড়িয়ে আছে গোল একটা কাঠের টুকরোর উপর, যখনই কোনো শিশু সেই গোল কাঠের টুকরোয় লুকানো এক চিলতে কাঠ ধরে টান দিলো তখনই আমরা দেখতে পেলাম সেই মুরগির ঝাঁক দানা খুঁটে খাচ্ছে। আমরা দেখছি একটা কাঠের টুকরোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুটো নিরীহদর্শন ছাগল, কাঠের টুকরোয় লুকানো একটা বোতাম চাপ দিলেই নিরীহ ছাগল দুটো রেগেমেগে একে অন্যকে ঢুঁ মেরে দিলো। সবই শিল্পীদের হাতের যাদুমন্তর।

একটা কাঠের খরগোশ ট্রাফিক সামলাচ্ছে। একটা কাঠের ভালুক স্কুটার চালিয়ে কোথাও যাচ্ছে, ফুটবল খেলছে, এমনকি মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে একটা ভালুক। কি মজার! বোগোরদস্ক কাঠের পুতুল যে শুধু শিশুদের খেলাতেই আনন্দ দেয় তা নয়। ঘর সাজাতেও তার জুড়ি নেই। এখন গ্রামের কাঠ খোদাই করা লোকেদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলেছে। যারা অভিজ্ঞ কাঠ-খুদিয়ে শিল্পী, বোগোরদগস্কইয়ে গ্রামে বাস করে, তাদের এখন অনেক সম্মান করা হয়। কারণ তারা হলেন সত্যিকারের শিল্পী।

ইদানিং কারখানায় বানানো কাঠের পুতুল অনেক বেশি পাওয়া যায়। কেউ কেউ এমনটা ভাবতে পারে যে বোগোরদস্কাইয়ে গ্রামে বানানো কাঠের পুতুলগুলো কি এমন আহামরি, ওসব তো সাদামাটা পুতুল সব।

গ্রামের শিল্পীরা প্রথমে এক টুকরো কাঠ বেছে নেয়। তারপর তা পেন্সিল দিয়ে দাগায়, কোথায় কি বসবে। তারপর খোদাই করতে শুরু করে। খুদে খুদে কান বের হয় কাঠের উপরদিকে। কাঠের মধ্যিখানে ফুটে ওঠে একটা গোল পেট। আবার উপরের দিকে ফুটে ওঠে খুদে খুদে নাক মুখ। পেছনে ফুটে বের হয় ভালুকের গোলগাল থাবা। ধারাল ছুরি দিয়ে খুদে খুদে লোম অব্দি বানানো হয় ভালুকের গায়ে। তারপর কেমন হয়? কাঠের টুকরোটা হয়ে যায় জলজ্যান্ত দেখতে এক ভালুক।

এতে বিশেষত্বটা কী? তা হলো শিল্পীর একনিষ্ঠ চোখ আর হাতের নিখুঁত মাপ। কিছুই চোখ এড়ায় না শিল্পীর। সত্যিকার ভালুক যেমনিভাবে দেখা দেয় শিল্পীর চোখে, কাঠের টুকরোটাও অমন এক ভালুক হয়ে ওঠে। একটা সাদামাটা কাঠের টুকরো হয়ে ওঠে এক টুকরো রূপকথা।

এইজন্যের আজকের আধুনিক লোকেরাও বোগোরদস্কাইয়ে গ্রামের শিল্পীদের আনন্দময় কাঠ খোদাইয়ের কাজকে এতটা মান্যি করে।

সিংহ

সাহেব সাহেবা

নৃত্যরত কৃষক
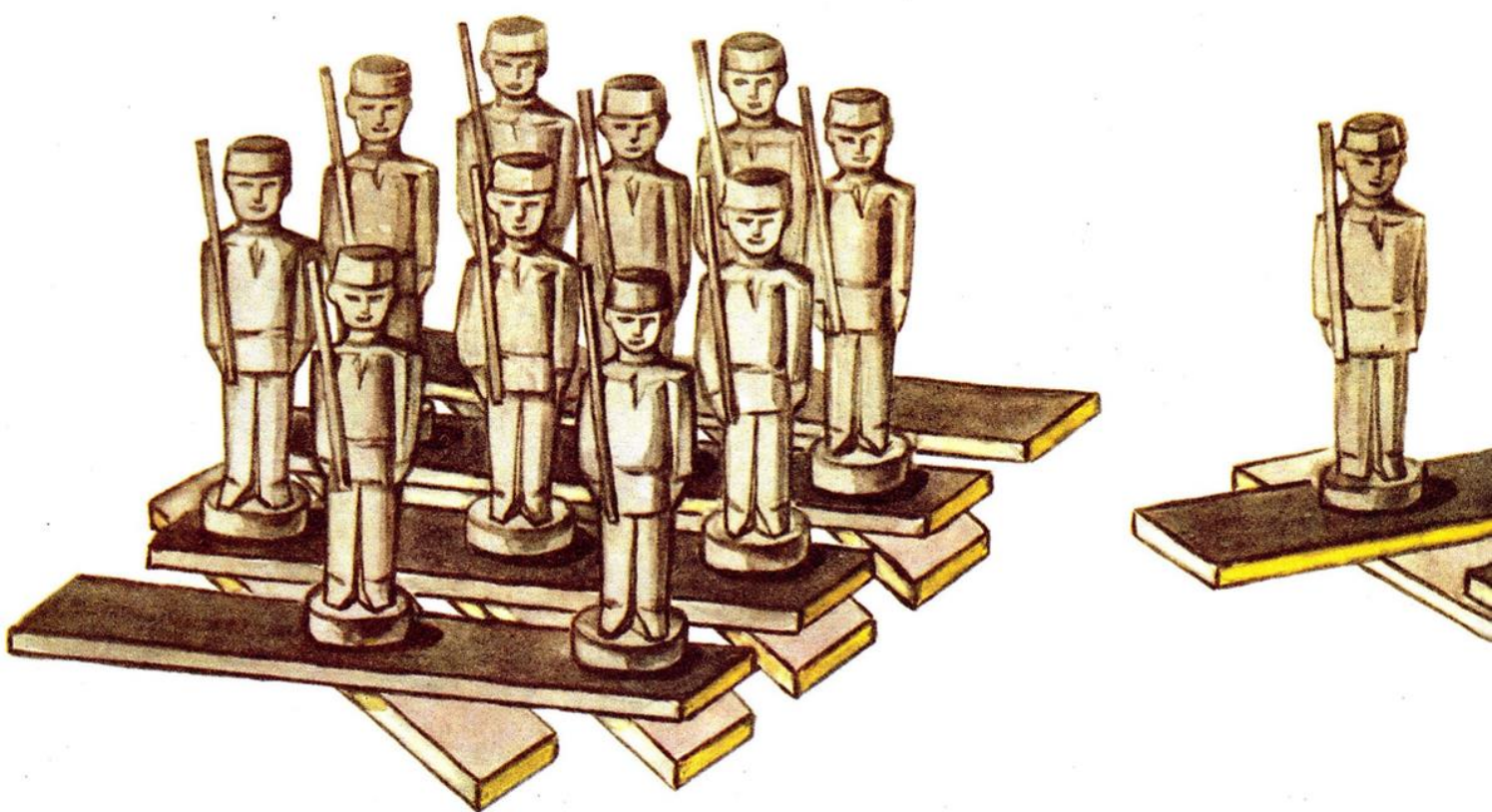
সারিবদ্ধ সৈনিক
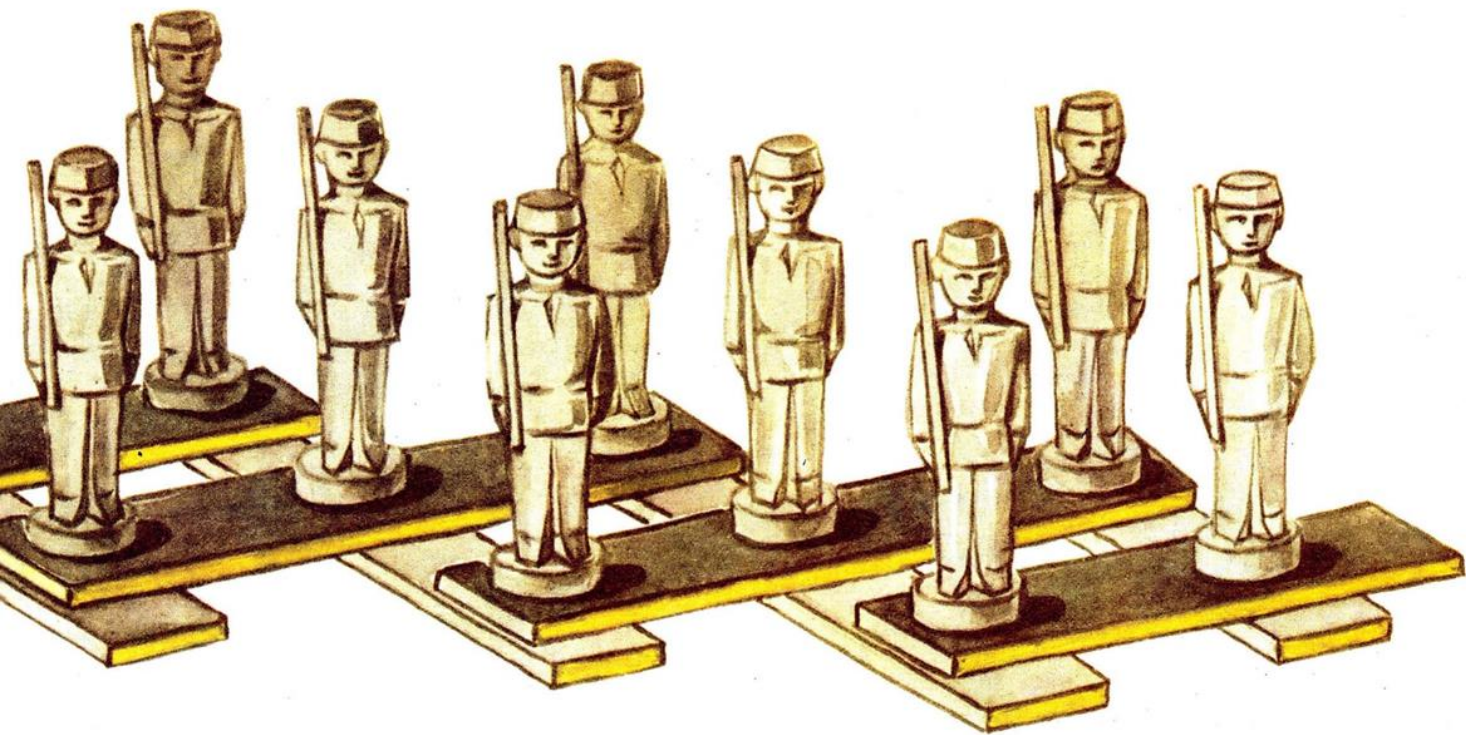
কুচকাওয়াজ চলছে

সুতোকাটুনী মেয়ে

বৃত্তাকারে এক ঝাঁক মুরগি

মাছ ধরছে জেলে

ভালুকরা ফুটবল খেলছে

খরগোশ ট্রাফিক সামলাচ্ছে
ভালুক চাঁদের কক্ষপথে উপগ্রহ পাঠাচ্ছে
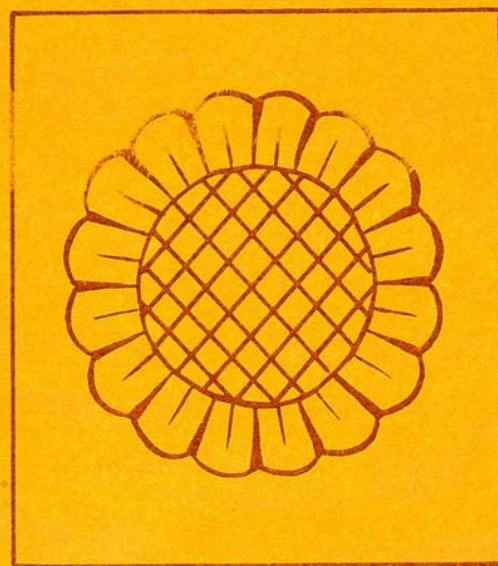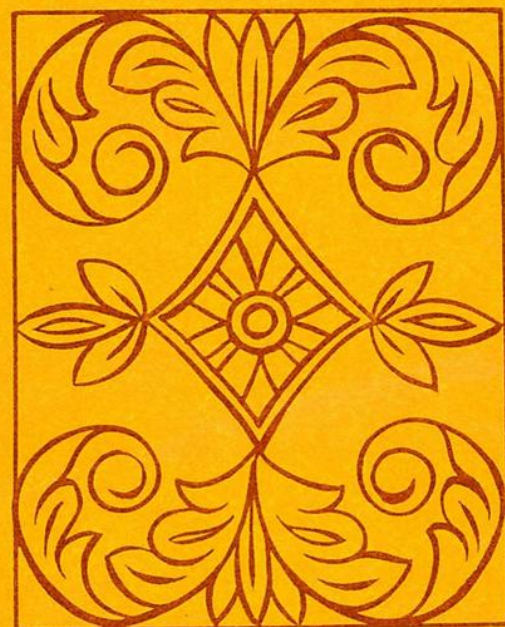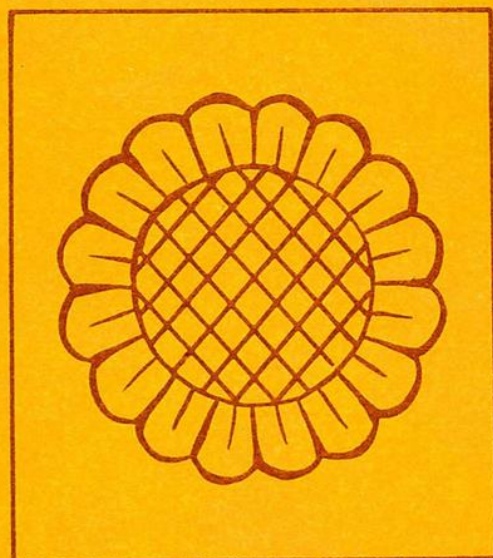
সাঁকোর ওপর দুই ছাগল
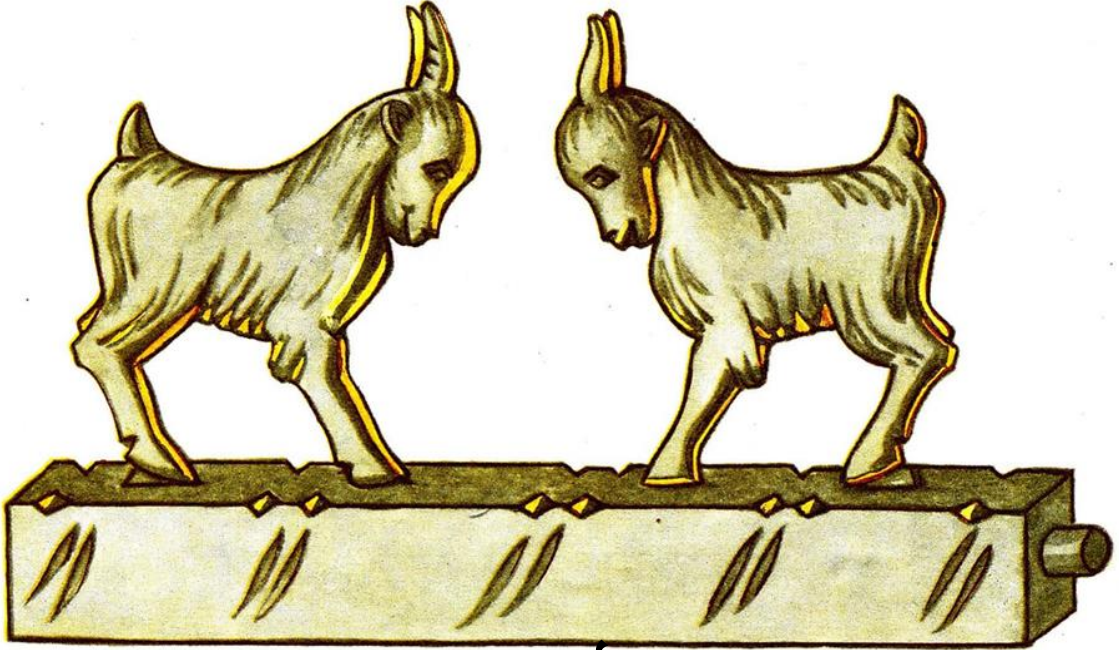
বোগোরদস্ক কাঠের পুতুল

আ. তিমোফিয়েভস্কি

ছবিঃ আ. বাবায়েভা, ভি. দেনুইক

ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ইয়েভগেনি স্পিরিন
সম্পাদনা করেছেন অরবিন্দ গুপ্তা
লে আউট করেছেন অরবিন্দ গুপ্তা, ইয়েভগেনি স্পিরিন
বাংলা অনুবাদ করেছেন চৈতী রহমান

International project:
"Mini Progress and Mini Raduga"